দৈনিক ইনকিলাব
তাং ২৭ সেঃ ২০০৫
পৃঃ ১ কলাম ২

পাসের হারে রেকর্ড

[illegible] জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ২৮৫ জন শিক্ষার্থী। রাজশাহী নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ থেকে এ বছর দেশের সরকারী কলেজগুলোর মধ্যে সর্বাধিক জিপিএ-৫ পেয়েছে। এ কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ২৩৮ জন, যা দেশের সরকারী কলেজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ২২৯ জন, মানবিক বিভাগে ৩ জন এবং বাণিজ্য বিভাগ থেকে পেয়েছে ৫ জন। গত বছর এ কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ১৬৭ জন শিক্ষার্থী। এ কলেজে পাসের হার শতকরা ৮৭.৫৯ ভাগ। মহানগরীতে জিপিএ-৫-এর দিক থেকে দ্বিতীয় পজিশনে রয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এন্ড কলেজ। এখান থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৬ জন পরীক্ষার্থী। এদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পেয়েছে ২১ জন, মানবিক বিভাগ থেকে ৪ জন এবং বাণিজ্য বিভাগ থেকে পেয়েছে একজন। বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল থেকে গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ১৫ জন। নগরীর সরকারী সিটি কলেজে এ বছর পাসের হার ৬০.২৭ ভাগ। এ কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ২১ জন শিক্ষার্থী। এদের সকলেই বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী। এদিকে নগরীর উপশহর মহিলা কলেজে পাসের হার শূন্য। এখান থেকে একজন ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেও সে পাস করতে পারেনি।

যশোর বোর্ড

যশোর থেকে মিজানুর রহমান তোতা জানান, যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার হয়েছে ৬৩ দশমিক ৭০। বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ ও উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আব্দুল হক মোল্লা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেন। ২০০৫ সালের মে-জুন মাসে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় ৬৮ হাজার ২১৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। পাস করেছে মোট ৪৩ হাজার ৪৫২ জন। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছেলে ২৫ হাজার ৮০২ ও মেয়ে ১৭ হাজার ৬৫০ জন পাস করেছে। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৯২ জন, জিপিএ-৪ থেকে ৫ পেয়েছে ৬ হাজার ৪৭ জন, জিপিএ-৩ দশমিক ৫ থেকে ৪ পর্যন্ত ৬ হাজার ৭৯১ জন, জিপিএ-৩ থেকে ৩ দশমিক ৫ পর্যন্ত ৯ হাজার ২৫০ জন, জিপিএ-২ থেকে ৩ পর্যন্ত ১৭ হাজার ২৯৮ জন ও জিপিএ-১ থেকে ২ পর্যন্ত ৩ হাজার ৫৭৪ জন। ছেলেদের পাসের হার ৬৪ দশমিক ৪৩ ও মেয়েদের ৬২ দশমিক ৬৬।

গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯ জন ঃ যশোর বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় এবার ফোর সাবজেক্ট বাদে ৯ জন ছাত্র-ছাত্রী গোল্ডেন জিপিএ-৫ পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। তারা হলো- খুলনা সরকারী গার্লস কলেজের কচুরানী শিকদার, রোল-৪০৬২৬৮, একই কলেজের আখি শিকদার, রোল-৪০৬৩৮৪, খুলনা পাবলিক কলেজের ইহতেশাম হাসান, রোল-৪০৭০০২, একই কলেজের মাজহারুল ইসলাম, রোল-৪০৭০০৩, খুলনা সরকারী সুন্দরবন আদর্শ কলেজের মীর্জা মোঃ শাহরিয়ার মাসউদ, রোল-৪০৭২৩৭, নড়াইলের লোহাগড়া আদর্শ কলেজের কবি কল্পতরু বিশ্বাস, রোল-৬২৩২১৬, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের মোঃ নাফিউর রহমান, রোল-৪১৮৬২৯, একই কলেজের মোঃ তৌহিদুর রহমান, রোল-৪১৮৬৪২ ও নাহিদুজ্জামান খান, রোল-৪১৮৬৪৪।

টপ টেন কলেজ ঃ যশোর শিক্ষা বোর্ডে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় মোট ১১টি কলেজ ফলাফলের দিক থেকে বেস্ট টেন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। পর্যায়ক্রমে কলেজগুলো হচ্ছে- যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, জিপিএ-৫ প্রাপ্তের সংখ্যা ৯১ জন, পাসের হার ৯৬ দশমিক ৪০, খুলনা সরকারী গার্লস কলেজ, জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৩৬ জন, পাসের হার ৮৮ দশমিক ৭১, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৩০ জন, পাসের হার ৯৭ দশমিক ৯২, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ২৯ জন, পাসের হার ৭৫ দশমিক ৯৩, যশোর বিএএফ শাহীন কলেজ, জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ২৫ জন, পাসের হার ৯০ দশমিক ৩৭, খুলনা পাবলিক কলেজ, জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ২৩ জন, পাসের হার ৯৬ দশমিক ৩২, খুলনা সরকারী এম এম সিটি কলেজ, জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ২০ জন, পাসের হার ৭৯ দশমিক ২৯, খুলনা সরকারী সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ১৫ জন, পাসের হার ৬৬ দশমিক ১০, সাতক্ষীরা শেখ আমানুল্লাহ কলেজ, জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ১০ জন, পাসের হার ৭৯ দশমিক ৭০, নড়াইল সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৯ জন, পাসের হার ৬৬ দশমিক ৫২ ও নড়াইল লোহাগড়া আদর্শ কলেজ, জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৯ জন, পাসের হার ৬৯ দশমিক ৪১। যশোর বোর্ডে পাসের হারের দিক থেকে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ শীর্ষে রয়েছে। এখানে মোট ৪৮ জনের মধ্যে ৪৭ জন পাস করেছে। পাসের হার ৯৭ দশমিক ৯২। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ। মোট ৫শ' ৪৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৫শ' ৬৩ জন। পাসের হার ৯৬ দশমিক ৪০ ও তৃতীয় অবস্থানে খুলনা পাবলিক কলেজ। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৩শ' ৫৩ জন আর পাস করেছে ৩শ' ৪০ জন। পাসের হার ৯৬ দশমিক ৩২।

৮টি কলেজে কেউই পাস করেনি ঃ যশোর শিক্ষা বোর্ডের ৮টি কলেজ থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় কোন পরীক্ষার্থীই পাস করেনি। কলেজগুলো হলো- সাতক্ষীরার তালা আইডিয়াল মহিলা কলেজ, পরীক্ষার্থী ছিল ৫ জন, কুষ্টিয়ার খোকসা মহিলা কলেজ, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ জন, মেহেরপুরের গাংনী-খাঁর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল গনি কলেজ, পরীক্ষার্থী ৩ জন, যশোরের কেশবপুরের বুড়িহাটী শহীদ জিয়া কলেজ, পরীক্ষার্থী ২ জন, নড়াইলের কালিয়া নড়াগাতি কলেজ, পরীক্ষার্থী ৪ জন, ঝিনাইদহের মহেশপুর শহীদুল কারিগরি কলেজ, পরীক্ষার্থী ১২ জন, ঝিনাইদহের নাসির উদ্দীন ইসলামিয়া কলেজ, পরীক্ষার্থী ১৬ জন ও মাগুরার বুজরুক শ্রীকুণ্ডিপুর কলেজ, পরীক্ষার্থী ছিল ১৫ জন।

বরিশাল বোর্ড

বরিশাল থেকে নাছিম উল আলম জানান, বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে এবারের এইচএসসি ফলাফল গত বছরের তুলনায় যথেষ্ট উন্নতি করলেও তা আশাতীত ভাল নয়। তবে এ উন্নতিকে অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা স্বাগত জানিয়েছে সানন্দচিত্তে। গতকাল বিকেল ৪টায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ফলাফল ঘোষণার পরপরই বরিশাল মহানগরীসহ দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিটি এলাকায় আনন্দের বন্যা বইতে থাকে। এবার বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের আওতায় নকল ও অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার হয়েছে ১শ' জন। পরীক্ষার্থী ২৭,২৪৩ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ১৭ হাজার ৮৫ জন বিভিন্ন গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের হার ৬২.৪৮%। যা গত বছর ছিল মাত্র ৩২.৪২%। তবে এর মধ্যে মাত্র ১৫১ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। যা মোট পাসের মাত্র ০.৫৫%। এর মধ্যে ছাত্রী ৫৫, আর ছাত্র ৯৬।

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে ছাত্রীদের চেয়ে ছাত্রদের গড় ফলাফল কিছুটা ভাল। পাসের গড় হিসেবে ৬৩.৬৮% ছাত্র ও ৬০.৯০% ছাত্রী বিভিন্ন গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে এবারও বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে পাসের হার শীর্ষে। ওই বিভাগসমূহে ৭২.১২% ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন গ্রেডে পাস করেছে। মানবিক ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগে পাসের হার ৫৬.৮৫%। বাণিজ্য বিভাগে ৬৮.৮৬% পাস করেছে বিভিন্ন গ্রেডে। মানবিক, ইসলামী শিক্ষা ও বাণিজ্য বিভাগে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা ভাল করেছে। মানবিক বিভাগে ৫৭.২৯% ছাত্রী ও ৫৬.২৮% ছাত্র বিভিন্ন বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য বিভাগে মোট পাসের হার ৬৮.৮৬%। এর মধ্যে ৭১.৪৭% ছাত্রী ও ৬৮.০৮% ছাত্র বিভিন্ন গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে যে ১০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে তার শীর্ষে রয়েছে বরিশাল ক্যাডেট কলেজ। এ প্রতিষ্ঠানটির ৫০ ছাত্রের মধ্যে ৩৮ জনই জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এর পরের স্থান বরিশাল মহানগরীর অমৃতলাল দে কলেজ। ৭৭২ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৩৮ জন, বরিশাল সরকারী বালিকা মহাবিদ্যালয় থেকে ১১৭০ জন ছাত্রীর মধ্যে ২১ জন, বরিশাল সরকারী সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ ১০৫ জনের মধ্যে ১৬ জন, ভোলার নাজিউর রহমান কলেজ ১৪৯ জনের মধ্যে ৬ জন, ভোলার চরফ্যাশনের চরফ্যাশন কলেজ ৩৯৭ জনের মধ্যে ৬ জন, পটুয়াখালী সরকারী মহিলা কলেজ ৩৯৯ জনের মধ্যে ৬ জন ছাত্রী, পিরোজপুরের সরকারী মহিলা কলেজ ৩০৫ জনের মধ্যে ৩ ছাত্রী, বরগুনার আমতলী কলেজ ২৭৩ জনের মধ্যে ২ জন ও বরিশালের আগৈলঝাড়া ডিগ্রী কলেজের ৪১৯ জনের মধ্যে ২ জন জিপিএ-৫ লাভ করেছে।

পাসের হারের ক্ষেত্রে এবার যে ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বশীর্ষে রয়েছে সেগুলো হচ্ছে, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ ১০০%, ভোলা সদরের আলতাজুর রহমান কলেজ ৯৫.৩৫%, ঝালকাঠী সদরের শের-এ বাংলা ফজলুল হক কলেজ ৯৪.০৫%, পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জের আখতার হোসেন চৌধুরী কলেজ ৯৩.৪১%, ভোলা সদরের নাজিউর রহমান কলেজ ৯০.৬০%, বরিশালের আগৈলঝাড়ার বাগধা মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ ৯০%, পটুয়াখালীর কলাপাড়ার আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন কলেজ ৯০%, পটুয়াখালী সদরের হাজী হাসেম ৮৭.৬৩%, ভোলার বোরহান উদ্দিনের হাফিজ ইব্রাহিম কলেজ ৮৭.৫০% এবং বরিশাল সদরের তালুকদার হাট স্কুল ও কলেজ ৮৬.৭৯%।

জেলাওয়ারী ফলাফলে এবার ভোলা জেলার ফলাফল সবার শীর্ষে। ওই জেলায় ৩৫০২ ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে বিভিন্ন গ্রেডে পাসের হার ৭৩.৫৭%। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বরগুনা। ওই জেলায় ২৩৭২ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৬৩.৪৯% ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে পটুয়াখালী। এ জেলায় পরীক্ষায় অংশ নেয় ৪২১৯ ছাত্র-ছাত্রী। বিভিন্ন গ্রেডে উত্তীর্ণের হার ৬৩.১২%।

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে জিপিএ-৫ লাভ করেছে ০.৫৫%, জিপিএ ৪.৫ লাভ করেছে ৬.২১%, জিপিএ ৩.৪ লাভ করেছে ৮.২৫%, জিপিএ ৩-৩.৫ লাভ করেছে ১২.০১%, জিপিএ ২-৩ লাভ করেছে ২৭.৭৩% এবং জিপিএ ১-২ লাভ করেছে ৭.৭৪% ছাত্র-ছাত্রী।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ড থেকে এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ছাত্র-ছাত্রীই পাস করতে পারেনি। ওই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে- বরিশালের একরিম আইডিয়াল কলেজ, বাকেরগঞ্জ মহিলা কলেজ, বরগুনার কেওড়াবুনিয়া স্কুল ও কলেজ, মঠবাড়ীয়ার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলেজ, বরিশালের বাবুগঞ্জের মাধবপাশা চন্দ্রদ্বীপ স্কুল ও কলেজ, বরগুনার আমতলীর গুলিশাখালী মহিলা কলেজ ও ঝালকাঠী জেলার নলছিটির আবদুল আজীজ কলেজ। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথম ২টি থেকে ৫ জন করে ও অপর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে মাত্র ২ জন করে পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

সিলেট বোর্ড

সিলেট থেকে এটিএম হায়দার জানান, সিলেট শিক্ষা বোর্ডের ২০০৫ সালে এইচএসসি পরীক্ষার ফল গতকাল (সোমবার) প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর তালিকাভুক্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৭,৪২৩ জন। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১৭,১০৫ জনের মধ্যে পাস করেছে ৭,৫৯৪ জন। পাসের হার ৪৪.৪০%। এর মধ্যে ছেলেদের পাসের হার ৪৫.৭৯% এবং মেয়েদের পাসের হার ৪২.৮৮%। গতবারের তুলনায় এবার ২.২৯% পরীক্ষার্থী কম পাস করেছে। গতবারের পাসের হার ছিল ৪৬.৬৯%। সিলেট বোর্ডে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০৮ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ছেলে ৬৬ জন এবং মেয়ে ৪২ জন। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ১০২ জন, মানবিক বিভাগে ১ জন এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৫ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে।

প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, এ বোর্ডে এবার বিজ্ঞান বিভাগে সর্বোচ্চ ৫৭.৯৫% পরীক্ষার্থী পাস করেছে। মানবিক বিভাগে সর্বনিম্ন ৩৮.০৭% পরীক্ষার্থী পাস করেছে। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের পাসের হার ৫২.৮৩%। সার্বিক ফলাফলে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেছে।

বিজ্ঞান বিভাগে অংশগ্রহণকারী ৩,৯০৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২,২৬৪ জন পাস করেছে। এর মধ্যে ছেলের সংখ্যা ১,৪০৯ জন এবং মেয়ের সংখ্যা ৮৫৫ জন। ছেলেদের পাসের হার ৫৫.৩৯% এবং মেয়েদের পাসের হার ৬২.৭৩%। মানবিক বিভাগে অংশগ্রহণকারী ১১,১২৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪,২৩৭ জন পাস করেছে। এর মধ্যে ছেলে ১,৮০২ জন এবং মেয়ে ২,৪৩৫ জন। ছেলেদের পাসের হার ৩৮.১০% এবং মেয়েদের পাসের হার ৩৮.০৫%। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে অংশগ্রহণকারী ২,০৬৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১,০৯৩ জন পাস করেছে। এর মধ্যে ছেলে ৮৭৯ জন এবং মেয়ে ২১৪ জন। ছেলেদের পাসের হার ৫২.৯৮% এবং মেয়েদের পাসের হার ৫২.২০%।

সিলেট বোর্ডে জিপিএ-৪-এর উপর এবং ৫-এর নীচে পেয়েছে ৬৩৯ জন, জিপিএ-৩.৫-এর উপর এবং ৪-এর নীচে পেয়েছে ৯৪৩ জন, জিপিএ-৩-এর উপর এবং ৩.৫-এর নীচে পেয়েছে ১,৪৬৭ জন, জিপিএ-২-এর উপর এবং ৩-এর নীচে পাস করেছে ৩,৫০৬ জন এবং জিপিএ-১ এর উপর ২-এর নীচে পেয়েছে ৯৩১ জন।

এবারের ফল সম্পর্কে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মনির উদ্দিন আহমদ ইনকিলাবকে জানান, গত বছর ৭৮টি জিপিএ পেলেও এবার ১০৮-এ উন্নীত হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পরীক্ষার্থীদের গুণগত মান বেড়েছে। গত বছরের তুলনায় এবার পাসের হার কিছু কম একথা স্বীকার করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন, এবার কম হয়েছে একথা সত্য, তবে আমরা নতুন বোর্ড হিসেবে আগামীতে আরো ভাল ফল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

পাসের হার ও অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের ভিত্তিতে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের এবারের সেরা ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ এবং সিলেট ক্যাডেট কলেজ শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছে। এছাড়া সেরা কলেজগুলোর মধ্যে রয়েছে সুফিয়া মতিন মহিলা কলেজ বানিয়াচং হবিগঞ্জ, সিলেট স্কলার্স হোম, বিয়ানীবাজারের সৈয়দ নবীব আলী কলেজ, কোম্পানীগঞ্জ এম সাইফুর রহমান কলেজ, ধর্মগড় কলেজ মাধবপুর হবিগঞ্জ, সিলেট সরকারী মহিলা কলেজ, সিলেট সরকারী এম সি কলেজ, নুরজাহান মেমোরিয়েল মহিলা কলেজ সিলেট। জিপিএ-৫ অর্জনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সেরা দশটি হচ্ছে সিলেট সরকারী এম সি কলেজ ৩৪টি, সিলেট ক্যাডেট কলেজ ২৭, সিলেট সরকারী মহিলা কলেজ ১৪, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ ১১, মৌলভীবাজার সরকারী কলেজ ৭, দি বাজার রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ ৩, সিলেট মদন মোহন কলেজ ২, কমলগঞ্জ কলেজ

২০০৫ সালের এইচএসসি, আলিম ও উচ্চমাধ্যমিক (বিএম) পরীক্ষার ফল পরিসংখ্যান

বোর্ডের নাম	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	জিপিএ-৫ প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী		৪ থেকে ৫ এর কম প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী		৩.৫ থেকে ৪ এর কম প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী		৩ থেকে ৩.৫ এর কম প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী		২ থেকে ৩ এর কম প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী		১ থেকে ২ এর কম প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী		সকল বিষয়ে ও নির্ধারিত বিষয়ে কমপক্ষে 'D' গ্রেড প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী	
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
ঢাকা	১৩২১২০	[illegible]	২.১১	[illegible]	১১.৫৫	১৪০০২	১০.৬০	[illegible]	১১.৩৫	[illegible]	১৭.২১	[illegible]	২.৫২	[illegible]	[illegible]
রাজশাহী	[illegible]	১১৭৭	১.১৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১২.৫৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কুমিল্লা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১.০৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১২.৮০	[illegible]	[illegible]	১৯৯১	[illegible]	[illegible]	৬০.০৬
যশোর	[illegible]	[illegible]	০.৭২	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চট্টগ্রাম	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	৩১০০	[illegible]	[illegible]	১১.০৫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বরিশাল	[illegible]	[illegible]	০.৫৫	[illegible]	৬.২১	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১২.০১	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সিলেট	[illegible]	১০৮	০.৬৩	৬৩৯	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মাদ্রাসা বোর্ড	[illegible]	[illegible]	০.০৫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১১.৭৬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কারিগরি বোর্ড	[illegible]	২	০.০১	[illegible]	১৬.০৬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১৪.১০	[illegible]	[illegible]	৪	০.০২	[illegible]	[illegible]
সর্বমোট	[illegible]	[illegible]	১.১০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১০.১১	[illegible]	১১.১২	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

৫৯.৭৪% পরীক্ষার্থী সব বিষয়ে পাস করেছে।